দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 08 DEC 1990 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 2 ...

সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের আহবান

এরশাদের সহযোগীদের কোন দল বা সংগঠনে আশ্রয় দেবেন না

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার ও তার সহযোগীদের কোন গণতান্ত্রিক দল ও সংগঠনে আশ্রয় না দেয়ার আহবান জানিয়েছে।

গতকাল এক বিবৃতিতে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য এ আহবান জানায়। বিবৃতিতে বলা হয়, যারা এরশাদ সরকারের অবৈধ ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য নির্লজ্জ পাহারাদারের ভূমিকা পালন করেছে তাদের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল ও সংগঠনে আশ্রয় দেয়ার কোন সুযোগ নেই। এই চরিত্রহীন দলছুট রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের ভূমিকা

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

এরশাদের সহযোগীদের

(প্রথম পৃঃ পর)

দেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করাসহ স্বৈরাচারী শাসনকে দীর্ঘায়িত করেছে। অতীতে বিভিন্ন সময়েই সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই মুখচেনা ব্যক্তিরা মুখোশ পাল্টিয়ে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সম্মানকেই ক্ষুণ্ণ করেছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, ক্ষমতাচ্যুত এরশাদ সরকারের সহযোগীরা কেবল দেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা, দেশের সম্পদ লুঠ, দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতির অভিযোগেই অভিযুক্ত নয়, এরা গত কয়েক বছর ধরে ছাত্র জনতার উপর নির্বিচার নির্যাতন নিপীড়নের অভিযোগেও অভিযুক্ত। এই দলছুট ডিগবাজী বিশারদ রাজনীতিকদের রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে প্রতিরোধ করতে না পারলে দেশে গণতান্ত্রিক ধারা কায়েম করা সম্ভব নয়।

বিবৃতিতে এদের রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে প্রতিরোধের আহবান জানিয়ে বলা হয়, কোন রাজনৈতিক দল-সংগঠন তাদের প্রশ্রয় দিলে তারাও ছাত্র সমাজসহ দেশবাসীর ধিক্কারের সম্মুখীন হবে।

ছাত্ররাজবন্দীদের মুক্তি দাবী

পৃথক এক বিবৃতিতে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য কুষ্টিয়ায় এরশাদের জনসভায় বিক্ষোভ প্রদর্শনের অভিযোগে সামরিক আদালতে সাজাপ্রাপ্ত ছাত্রনেতা বদরুদ্দীন বদু, স্বপন ঘোষ, আলী আহমদ টুটুল, জগলুল হায়দার, অলিউল ইসলাম এবং জাকিরুল ইসলামের মুক্তি দাবী করেছে। বিবৃতিতে সামরিক শাসন, স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা ও দণ্ডাদেশ বাতিলসহ আটক সকল ছাত্র রাজবন্দীরও মুক্তির দাবী জানানো হয়।

সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী পদযাত্রা

দেশে যে কোন মূল্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার আহবান জানিয়ে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য গতকাল নগরীতে একটি সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী পদযাত্রার আয়োজন করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার সামনে থেকে পদযাত্রা শুরু হয় এবং ঢাকেশ্বরী মন্দির হয়ে পুরনো ঢাকার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। হাবিবুর রহমান হাবিব, খায়রুল কবীর খোকন, নাজমুল হক প্রধান, অসীম কুমার উকিল, নাসির -উদ-দুজা, মোস্তফা ফারুক, নূর আহমদ বকুল প্রমুখ ছাত্রনেতারা পদযাত্রায় নেতৃত্ব দেন।

ছাত্রনেতৃবৃন্দ ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পুরোহিত বাবু লাল চক্রবর্তীর সঙ্গে আলোচনা করেন এবং বিগত দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন। নেতৃবৃন্দ মন্দিরের কর্তব্য পালনরত পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোরতর ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানান।